নবী-রাসূলগণের দাওয়াত

নবী-রাসূলগণ মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহর আদর্শে আদর্শবান হতে বলেছেন। বলেছেন আল্লাহর দেয়া শারীআ'হ মেনে তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ গড়তে।

নবীগণের দাওয়াতের দুটি পর্যায় ছিল। দুনিয়ার সব নবী-রাসূলই এ দুটি পর্যায়ে দাওয়াত দিয়েছেন। পর্যায় দুটি হলঃ- ১. জাতীয় পর্যায়ে দাওয়াত। ২. ব্যক্তি পর্যায়ে দাওয়াত।

জাতীয় পর্যায়ে দাওয়াতঃ

নবীগণ প্রথমে জাতীয় পর্যায়ে দাওয়াত দিয়েছেন। জাতীয় নেতাদের আহ্বান জানিয়েছেন: আল্লাহর বিধান মেনে আল্লাহর দেয়া শারীআ'হ মত সমাজ চালাতে। বলেছেন: মানুষের উপর জুলুম অত্যাচার বাদ দিয়ে ন্যায়, ইনসাফ ও সাম্য কায়েম করতে। মানুষকে তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে।

কিন্তু ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে যারা মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়। জনতাকে ঠকিয়ে যারা গড়ে তুলে সম্পদের পাহাড়। গরীবের মুখের আহার কেড়ে নিয়ে যারা জুগায় নিজেদের বিলাস সামগ্রি। তারা কি শুনবে সাম্য ও ন্যায়ের কথা?

তাই প্রায় সকল জাতীর নেতারাই প্রত্যাখ্যান করেছে নবীর দাওয়াত। শুধু দাউদ ও সুলাইমান আঃ সহ যাদের পিছনে ক্ষমতা ছিল তাদের দাওয়াত সাদরে গ্রহন করেছে নেতারা। অন্য নবীগণ দাওয়াত দিলে তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে তোমরা যে আদর্শের কথা বলছ: আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম।

নবীগণ যেহেতু জাতীয় পর্যায়ে দাওয়াত দিয়েছেন। জাতীকে সংশোধনের আহ্বান জানিয়েছেন। দাওয়াত দিয়েছেন নেতাদের। তাই উত্তরও দিয়েছে নেতারা। পবিত্র কুর্আনে নবীগণের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে -ক্বালা-ল্-মালাউ (নেতারা বলল)

ব্যক্তি পর্যায়ে দাওয়াতঃ

জাতীয় নেতারা যখন দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে। পরবর্তি পর্যায়ে নবীগণ শুরু করেছেন ব্যক্তি পর্যায়ে দাওয়াত। এ দাওয়াত গ্রহন করে কেহ ব্যক্তিগত ভাবে মুসলিম হয়েছে। তাই কোন কোন নবীর অনুসারী ছিল হাতে গুনা কজন মাত্র।

আমাদের নবীর দাওয়াতঃ

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ ও এ দুই পর্যায়ে দাওয়াত দিয়েছেন। প্রথমে সাফা পাহাড়ে জমা করে জাতীয় পর্যায়ে দাওয়াত দিয়েছেন। মক্কার নেতারা এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে। মুহাম্মাদ সাঃকে ধর্মহীন, বিচ্ছিন্নতাবাদী ইত্যাদি নানা মন্দ বিশেষনে বিশেষিত করে প্রপাগান্ডা করেছে।

এরপর রাসূল সাঃ শুরু করেছেন ব্যক্তি পর্যায়ে গোপনীয় দাওয়াত। এদাওয়াত গ্রহন করে আবু-বকর, আলী, খাদিজাহ, উছমান, উমার, আম্মার, বিলাল সহ অনেকেই মুসলমান হয়েছেন। এতে কাফিরদের অত্যাচার ও প্রপাগান্ডা আরো বেড়ে গেল।

রাসুল সাঃ পরে মক্কাহ থেকে হিজরত করে মদীনাহ চলে যান। মদীনাহ বাসী সামাজিক ভাবে ইসলামকে গ্রহন করে আল্লাহর দেয়া শারীআ'হ মেনে নেয়। সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী শারীআ'হ।

কাফিররা মেনে নিতে পারেনি ইসলামী সমাজ। এসমাজকে ধ্বংস করতে আদাজল খেয়ে গেলে যায় তারা। শুরু হয় যুদ্ধ। যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হয়। পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাড়ায় ইসলামী সমাজ।

এরপর রাসূল সাঃ আবার শুরু করেন সামাজিক দাওয়াত বা জাতীয় পর্যায়ে দাওয়াত। বিভিন্ন জাতীর নেতাদের কাছে চিঠি লিখে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়া হয় বিশ্বময়।